Sanatan Dharma

রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ছবি

এই ছবিটি তোলার পর ঠাকুর ভীষণ খুশী হয়েছিলেন এবং ছবিটি নিজের মস্তকে ঠেকিয়ে বলেছিলেন "এ মহাযোগের লক্ষণ। এছবি কালে কালে ঘরে ঘরে এই ছবিটির পুজো হবে।"*

*ছবিটির ইতিহাস আছে। বরানগরের ভক্ত ভবনাথ ঠাকুরের ছবি তুলতে চান। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ফটোগ্রাফার অবিনাশ চন্দ্র দাঁকে। তো ঠাকুর কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না ছবি তোলাতে। আসরে নামলেন স্বামীজী। সব শুনে বললেন "দাঁড়া, আমি ব্যবস্থা করছি।" এইবলে দক্ষিনেশ্বরে রাধাকান্ত মন্দিরের উত্তর দিকের রকের ওপর যেখানে ঠাকুর বসে ছিলেন, সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ভগবত প্রসঙ্গ শুরু করলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ। স্বামীজী উঠে গিয়ে ছবি বাবুদের ডেকে নিয়ে এসে বললেন, " তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ফিট কর।" সমাধিতে ঠাকুরের শরীর একটু হেলে গিয়েছে। ছনি বাবু ঠাকুরের চিবুক ধরে সোজা করে দিতে গেছে,চিবুক ধরা মাত্র শরীর হালকা কাগজের মত হাতের সঙ্গে উঠে পড়েছে।

সেই মূহুর্তে স্বামীজী বললেন, " ওকি করছিস শিগ্রী ক্যামেরা ফিট কর। " ক্যামেরাম্যান ছবি তুলে নিলেন। স্বামী নির্বাণানন্দ লিখেছেন ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে রবিবার সকাল সাড়ে ন'টায় ছবিটি তোলা হয়।

ছবিটি তীক্ষ্ণ ভাবে দেখলে বোঝা যাবে বামবাহু আর ডানবাহু মধ্যে পার্থক্য আছে।

Published on: Jun, 24 2023 13:04

যখন ছবিটি তোলা হয়, তার কিছুদিন পূর্বেই ঠাকুরের হাত ভেঙে গিয়েছিল এবং ঠাকুর শিশুদের মত আচার আচরন করতেন। যেহেতু তখন চিকিৎসা বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না তাই কোনোমতে বাহু জোড়া লাগানো হয়েছিল। ফলে বাম বাহুটি কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা ভাবে জোড়া লেগেছিল। ছবিটি তীক্ষ্ণভাবে দেখলে বোঝা যায় বাম বাহুর মোচড়ানো চ্যাপ্টা অংশ প্রতীয়মান হয়।*

(সংগৃহীত)

Published on: Jun, 24 2023 13:04